অতি অল্প হইল।

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮০ সাল।

অতি অল্প হইল।

"অত্যুচ্চৈঃ পতনায়"

এত কাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুর।
হতদর্প হৈলে বাচস্পতি বাহাদুর! ॥ ১ ॥
সকলের বড় আমি মম সম নাই।
কিসে এই দর্প হয় ভেবে নাহি পাই ॥ ২ ॥
অতি দর্পে লঙ্কাপতি সবংশে নিপাত।
অতি দর্পে বাচস্পতি তব অধঃপাত ॥ ৩ ॥
গর্ব্বে ফেটে পড় সবে কর তৃণজ্ঞান।
অহঙ্কারী নাহি কেহ তোমার সমান ॥ ৪ ॥
তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন।
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্ব্বাচীন ॥ ৫ ॥

এত দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আজ কাল শুনিতেছি, তাঁর যত বড় নাম ও যত ধূম ধাম, তত বিদ্যা ও তত জ্ঞান নাই। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া এক খান বহি লিখিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি খুড়ো তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় এক খান বহি বাহির করেন। বিদ্যাসাগর তাহার জবাব লিখিয়া আমায়

এক খান বহি বাহির করিয়াছেন। সেই বহি পড়িয়া সবাই বলিতেছে, এবার তারানাথের দফা রফা হয়েছে। সকল লোকেই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে তাইত হে! তারানাথটা কি! কিসের জারি করিয়া বেড়ায়। কথায় কথায় বলে দুনিয়ার মধ্যে পণ্ডিত আমি, আমার সমান কে আছে, আমি বই সংস্কৃত আর কে জানে? যাঁহারা বিশেষ জানেন তাঁহারা কিন্তু বলেন, তারানাথ কেবল মুখে পণ্ডিত, তাঁর মুখের জোর যত বিদ্যার জোর তত নয়। শুনিয়াছি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি তর্কবাচস্পতি খুড়োর মত আস্ফালন করিতেন না। যে রোগে আস্ফালন করায়, তাঁর শরীরে সে রোগ ছিল না;—

"অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নচ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে"॥

আমি নিজে যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে যে আপন মুখে আপনার বড়াই করে, সে অতিবড় মূর্খ। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের বহি পড়িবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। তদনুসারে তাঁর কাছে গিয়া একখান বহি চাহিয়া আনিলাম। যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল ব্রাহ্মণ খেপেছে, মিছামিছি কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া, বহি ছাপাইয়া দোচোখো বিতরণ করিতেছে। আড়াআড়ী বড় মজার জিনিষ!!! মেহনৎ ও বুদ্ধি খরচ করিয়া কতক দূর পড়িয়া দেখিলাম, লোকে যাহা বলিতেছে, তাহা নিতান্ত অলীক

ও অলঙ্কৃত নয়। সত্য সত্যই খুড়োর দফা রফা হয়েছে। আর তিনি ঘাড় তুলিবেন তার পথ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর বিদ্যার দৌড় কত, তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। বলিতে কি, খুড়ো আমার বড় নির্ব্বোধ; অকারণে আপনার মান আপনি খোয়াইলেন। চালাকি করিয়া বহি লিখিয়া বাহাদুরি দেখাইতে না গেলে, এ ফেসাৎ ঘটিত না। ইহাকেই বলে, নালা কেটে রোগ আনা। প্রামাণিক লোকের মুখে শুনিয়াছি, খুড়ো সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহা লিখিয়াছি তাহা অকাট্য, বিদ্যাসাগর দন্তস্ফুট করিতে পারিবেক না। খুড়ো আমার অহঙ্কারেই মারা গেলেন;—

"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।"

যাহা হউক খুড়ো কেমন সংস্কৃত লিখেছেন, ইহা দেখিবার জন্য তাঁর পুস্তকের কিয়দংশ পড়িলাম; পড়িয়া খানিক ক্ষণ গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম; দেখিলাম স্মৃতিবিদ্যা, রচনাবিদ্যা, ব্যাকরণবিদ্যা, খুড়ো আমার তিন বিদ্যাতেই মূর্ত্তিমন্ত। যদি আর আর বিদ্যাতেও এইরূপ হন, তা হলেই চূড়ান্ত। আমি তাঁর উপযুক্ত ভাইপো বটে, কিন্তু তাঁর মত বেহদ্দ পণ্ডিত নই। তবে আমার ব্যাকরণবোধ ও সংস্কৃততে কতক দখল আছে। নিজে সংস্কৃত লিখিতে পারি না, কিন্তু অন্যের লেখা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিতে পারি। খুড়োর লেখা দেখিয়া বোধ হইল, বাবাজী যত জারি করেন, লেখাপড়ার তত দখল নাই। সংস্কৃত লিখিতে গিয়া

বিলক্ষণ ছরকট করিয়াছেন। বোধ হয়, বিদ্যাসাগরবাবু এ ছরকট টের পান নাই; টের পেলে, এ আড়াআড়ীর মুখে, খুড়োকে সহজে ছাড়িতেন না। যাহা হউক, সংস্কৃতয় যার তাল দখল নাই, তার সংস্কৃত লেখা ঝকমারি। খুড়োর সেই ঝকমারির দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

১

"সতি চ প্রতিগ্রহাদিনা স্বত্বে বিজাতীয়সংস্কার-করণযোগ্যত্বাৎ অসতি চ স্বত্বে তদসম্ভবাৎ ইত্যন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং স্বত্বস্যৈব সংস্কারহেতুত্বে তদুপায়-প্রতিগ্রহাদীনাং তাদৃশসংস্কারপ্রয়োজকত্বম্"। ১। ৭।

"বিজাতীয়সংস্কারকরণযোগ্যত্বাৎ", "তদসম্ভবাৎ", এই দুই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি কেমন করিয়া হইল, বুঝিয়া উঠা ভার। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এটি খাঁটি ব্যাকরণের ভুল। খুড়ো অন্বয় ও ব্যতিরেকের রূপ দেখাইতেছেন; এমন স্থলে, প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা না হইয়া, পঞ্চমী হইবার কোন হেতু লক্ষিত হইতেছে না। "সতি চ প্রতিগ্রহাদিনা স্বত্বে বিজাতীয়সংস্কার-করণযোগ্যত্বম্, অসতি চ স্বত্বে তদসম্ভব ইত্যন্বয়ব্যতি-রেকাভ্যাম্", এই প্রকার লিখিলে বোধ হয় ঠিক হইত।

২

"সোহয়ং তস্য শেমুষীপ্রতিভাসঃ কিং যুক্তিমব-লম্ব্য তদনবলম্ব্য স্বেচ্ছামাত্রেণ বা"। ১৩। ১৪।

"তদনবলম্ব্য", এস্থলে তদ্ শব্দ যুক্তিশব্দের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইয়াছে। যুক্তিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব 'তামনবলম্ব্য', এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার এক বচনে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরুদ্ধ, সুতরাং নিতান্ত অপপ্রয়োগ।

৩

'বাত্যয়া ঘূর্ণায়মানধূলিচক্রমিব"। ১৪। ২০।

আজন্ম ব্যাকরণব্যবসায়ী তর্কবাচস্পতি খুড়ো কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে "ঘূর্ণায়মান" শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমাদিগের যে অল্পস্বল্প ব্যাকরণজ্ঞান আছে, তদনুসারে, খুড়োর মত সংস্কৃত লিখিবার বায়ুরংশ ঘটিলে, আমরা ঐ স্থলে হয় "ঘূর্ণমান," নয় "ঘূর্ণ্যমান", এই দুয়ের যা হয় একটা লিখিয়া দিতাম, প্রাণান্তেও খুড়োর মত ব্যাকরণবিরুদ্ধ শব্দ বিন্যাস করিতাম না। সাধুভাষাভাষী বিষয়ী লোকের মুখে কখন কখন "ঘূর্ণায়মান" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ বড় খল শাস্ত্র, চিরকাল উপাসনা করিলেও প্রসন্ন হন না।

৪

"নচ অন্যতমাশ্রমস্য নিত্যত্বে গৃহস্থাশ্রমস্যাপি নিত্যত্বং সেৎস্যতি ইতি বাচ্যং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্য সকলসম্মতস্যৈব নিত্যত্বেন তদ্ভিন্নস্য রাগপ্রাপ্তত্বেন কাম্যত্বাৎ"। ১৬। ১০।

এস্থলে "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্য সকলসম্মতত্বেন নিত্যত্বেন", এরূপ না লিখিয়া, "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্য নিত্যতায়া এব সকলসম্মতত্বেন", এইরূপ লেখা আবশ্যক ছিল। তদ্ব্যতিরেকে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিত্যত্বই সর্ব্বসম্মত, এ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না। খুড়ো যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত আনাড়ীর মত হইয়াছে।

৫

"অথ অগ্ন্যাধাননিত্যত্বাৎ তস্য চৈকত্বাৎ তদঙ্গতয়া নিত্যত্বমিতি"। ১৭। ৯।

এস্থলে "অগ্ন্যাধানস্য নিত্যত্বাৎ", এইরূপ সমাস না করিয়া লেখা আবশ্যক ছিল। সমাস থাকাতে, "তস্য চৈকত্বাৎ", এই তদ্ শব্দ দ্বারা অগ্ন্যাধাননিত্যত্বের বোধ হইতেছে, অগ্ন্যাধানের সহিত অন্বয় বোধ হইতেছে না।

৬

"নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগান্তর্ভূতাঙ্গানামেব
নিত্যত্বং নতু তদ্বহির্ভূতানাম্"। ১৮। ১৫।

"নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগান্তর্ভূতাঙ্গানাম্", এস্থলে সমাস থাকাতে, "তদ্বহির্ভূতানাম্", এই তদ্ শব্দ নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগের বোধক হইতেছে না, এবং "অঙ্গানাম্", এই পদের সহিত "তদ্বহির্ভূতানাম্", এই পদের অন্বয় ঘটিতেছে না। "[illegible]ভূতাঙ্গানামেব নিত্যত্ব" [illegible] নিত্য-

কর্ম্মপ্রয়োগান্তর্ভূতানামেব অঙ্গানাং নিত্যত্বং নতু নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগবহির্ভূতানাম্" ; কিম্বা, "নিত্যকর্ম্ম-প্রয়োগে অন্তর্ভূতানামেব অঙ্গানাং নিত্যত্বং নতু তদ্বহির্ভূতানাম্," এরূপ লিখিলে অর্থ বোধের ব্যাঘাত ঘটিত না।

৭

" এবঞ্চ কালভেদেন বহুবিবাহসমর্থনম্ উত্তরবাক্যস্থসহশব্দসমাকর্ষণাভাবমূলম্ তথা সতিচ উভয়োর্বাক্যয়োর্যুগপদ্বিষয়কত্বেন পুরু-ষাং স্ত্রিয়া বৈলক্ষণ্যাভিধানং সঙ্গতং স্যাৎ"। ২১। ১৩।

"যুগপদ্বিষয়কত্বেন", এস্থলে, বোধ করি, "যৌগপদ্য বিষয়কত্বেন", এইরূপ লেখা খুড়োর অভিপ্রেত ছিল কারণ "যুগপদ্বিষয়কত্বেন" ইহার কোনপ্রকার অর্থপ্রতীতি হওয়া দুর্ঘট।

"দ্বিপদং বহুত্বস্যাপ্যুপলক্ষণম্"। ২১। ১৩।

" যদি গৃহস্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত ", এই বৌধায়ন সূত্রে "দ্বে" এই যে দ্বি শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনান্ত পদ আছে, "দ্বিপদ" শব্দে তাহাই খুড়োর অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাদৃশ অভিপ্রায় হইলে, "দ্বে ইতি পদম্", এইরূপ লেখা আবশ্যক ছিল, অথবা "দ্বি শব্দো বহুত্বস্যাপ্যুপলক্ষকঃ", এরূপ লিখিলেও চলিতে

পারিত। "দ্বিপদম্", ইহাদ্বারা তাদৃশ অর্থ কোন মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। দ্বিপদ শব্দে দুই পদ কিম্বা খুড়োর মত দুইপদবিশিষ্ট জন্তু বুঝায়।

৯

"প্রাগ্বৎ অগ্নিরাধেয়ো যয়া"। ৩৪। ১২।

আপস্তম্ববচনে "প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ" এই পাঠ আছে। খুড়ো, অন্তস্থিত ক্ষুদ্র খণ্ড তকারটি দেখিতে না পাইয়া, "প্রাগগ্ন্যাধেয়া" এই পাঠ অবলম্বন পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত প্রকার সমাস করিয়া, অর্থসাধনের নিমিত্ত অনর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাসকালে "প্রাক্" শব্দের স্থলে "প্রাগ্বৎ" শব্দ লিখিয়াছেন। "প্রাক্" শব্দের অর্থ পূর্ব্বে, "প্রাগ্বৎ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। মূলে "প্রাক্" শব্দ আছে, "প্রাগ্বৎ" শব্দ কোথা হইতে আনিলেন, তিনিই বলিতে পারেন। ফলতঃ, অভিমত অর্থলাভের জন্য খুড়ো সকলই করিয়া থাকেন।

১০

"যাবদিচ্ছং তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ"। ৩৭। ১৮।

"তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ", এস্থলে তাবৎ শব্দ থাকিলে "যাবৎ ইচ্ছা ভবেৎ তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ" এইরূপ লেখা উচিত, অথবা তাবৎ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া, "যাবদিচ্ছং বিবাহস্যোচিতত্বাৎ" এইরূপ লেখা আবশ্যক। "যাবদিচ্ছং" এই পদ ক্রিয়াবিশেষণ; তাবৎ শব্দ থাকিলে [illegible] সহিত উহার অন্বয়

মহাস্ত্রব্যাস্তরেণ নিহন্যমানাধারত্বাৎ মহাদহনদহ্যমানাধারত্বাৎ মহাপবনকুন্তিতসমুদ্রবিলীয়মানাশ্রয়ত্বাদিত্যত্র হেতুত্রয়ে ক্রমেণ দৃষ্টান্তত্রয়মাহ কুপিতেতি"।

খুড়ো ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের যে স্থলে "ঘূর্ণায়মানঘূর্ণসংঘাতবৎ" এই প্রয়োগের প্রত্যাশা করিতে পারেন, তাহা এই। খুড়োর দুর্ভাগ্যক্রমে "ঘূর্ণায়মানঘূর্ণসংঘাতবৎ" এরূপ অসঙ্গত অসংলগ্ন প্রয়োগের কথা দূরে থাকুক, মূলে যে "ঘূর্ণমানঘূর্ণসংঘাতবৎ" এই প্রয়োগটি আছে, তাহাও তথায় নিবেশিত নাই। "ঘূর্ণায়মান" ও "ঘূর্ণ" চুলায় যাউক, তন্মধ্যে য এই অক্ষরটা পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না! ধন্য খুড়োর সাহস!!! ধন্য খুড়োর চালাকী!!! ফলকথা এই, কোন শাস্ত্রে খুড়োর প্রকৃতরূপ বিদ্যা ও ব্যুৎপত্তি নাই, কেবল লোকের চোখে ধূলো দিয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে পড়েছেন।

প্রতারণাসমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম্।

প্রতারণাসমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম্।

যে ব্যক্তি প্রতারণায় সমর্থ, তাহার বিদ্যায় প্রয়োজন কি।

যে ব্যক্তি প্রতারণায় অসমর্থ, তাহার বিদ্যায় প্রয়োজন কি।

অর্থাৎ প্রতারণা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, বিদ্যার প্রয়োজন করে না; কারণ বিদ্যা না থাকিলেও প্রতারণাবলে অনেকে বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। আর প্রতারণা করিবার

ক্ষমতা না থাকিলে, বিদ্যায় কোন ফল নাই; কারণ ধূর্ত্ত ও চালাক না হইলে, যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিও বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না।

অতঃপর সকলে খুড়োর বিদ্যা, বুদ্ধি, ভদ্রতার বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইলেন; এক্ষণে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, "ঘূর্ণায়মান ঘূর্ণসংঘাতবৎ" এরূপ লিখনের কোন রূপ অর্থ হইতে পারে কি না, এবং বিবেচনা করিয়া বলুন, খুড়ো ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের দোহাই দিয়া যে বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, যদি কেহ এ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাশকে চাতুরী অথবা প্রতারণা শব্দে নির্দ্দেশ করে, তাহাতে খুড়োর রাগ করিবার অধিকার আছে কি না। নীতিশাস্ত্রে বলে,

চোরবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

চুরী করিয়া ধরা না পড়িলেই বাহাদুরী; ধরা পড়িলেই যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ অবধারিত। চোরবিদ্যা এ স্থলে চোর শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নীতিবাক্যে যে চোর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা কেবল পরস্বাপহারীর বোধক নহে; লেঠেরা, ফেঁসেড়া, জালসাজ প্রভৃতি বদমাইশ মাত্রের বোধক। উপযুক্ত ভাইপো খুড়োর জালসাজী ধরিয়া, তাঁহাকে ভদ্রসমাজের বিচারে সমর্পণপূর্ব্বক বিচারকর্ত্তাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, যথার্থ বিচার করিয়া খুড়োকে মাফিক আইন সাজা দিতে আজ্ঞা হয়। অপরাধীর যথার্থ দণ্ড না হইলে সমাজের অমঙ্গল।